কুষ্টিয়ায় নদীতে ডুবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী নিখোঁজ

কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে গড়াই নদীতে গোসল করতে নেমে তানভীর (২৩) নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী নিখোঁজ হয়েছেন।

আজ সোমবার বিকেলের দিকে কুমারখালী উপজেলার গড়াই রেলসেতু এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় তানভীরের দুই বন্ধুও নদীতো নেমেছিলেন, তবে তাঁরা সাঁতরে নদীর তীরে উঠতে পেরেছেন।

নিখোঁজ তানভীর বরগুনার বাসিন্দা, সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

ফায়ার সার্ভিস ও কুমারখালী থানা–পুলিশ সূত্র জানায়, সোমবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসি বিভাগের ১৩ জন ছাত্র একটি মাইক্রোবাসে করে মেহেরপুর ও কুষ্টিয়ার বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় ঘুরতে আসেন। তাঁরা প্রথমে মেহেরপুরের মুজিবনগরে যান। সেখান থেকে যান কুষ্টিয়ায় ফকির লালন শাহের আখড়াবাড়িতে।

এরপর বিকেলে কুমারখালী লাহিনীপাড়া এলাকায় গড়াই নদীর রেলসেতুর নিচে নামেন ওই তিন বন্ধু। তাঁরা সাঁতরে গড়াই নদী পার হওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় দুই বন্ধু তীরে উঠতে পারলেও তানভীর পানির স্রোতে তলিয়ে যান।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহসীন হোসাইন জানান, ১৩ শিক্ষার্থীর একদল কুষ্টিয়া ঘুরতে এসে তিনজন নদীতে নামে। এরমধ্যে একজন নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি।
খবর পেয়ে কুমারখালী ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করেন।

দখল আর দুষণে ঝিনাইদহের নদ-নদীগুলো এখন মরা খাল

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা ঝিনাইদহ। জেলার ৬ টি উপজেলার বুক চিরে বয়ে গেছে ১২ টি নদ-নদী। কিন্তু খননের অভাব আর দখলদারদের কারণে নদীগুলো পরিণত হয়েছে মরা খালে।

এখন আর যৌবন নেই নদ নদীগুলোতে। পাওয়া যায়না দেশীয় প্রজাতির মাছ। শুষ্ক মৌসুমে পানি থাকেনা। সেখানে চাষ করা হয় ধান, পাট, সরিষাসহ নানা ফসলের।

এই সুযোগে নদীর পাড়ের জায়গা দখল করতে ব্যস্ত দখলদাররা। ঝিনাইদহে নদীর জায়গা দখল করে গড়ে উঠছে ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

জানা যায়, ঝিনাইদহের উপর দিয়ে বয়ে গেছে নবগঙ্গা, চিত্রা, কুমার, বেগবতি, গড়াই, ইছামতি, ডাকুয়া, কপোতাক্ষ, কালীগঙ্গা, কোদলা, বুড়ী ও ফটকী নদ-নদী। যার মোট আয়তন ১ হাজার ৬’শ ৪১ দশমিক ৭৫ হেক্টর।

ঝিনাইদহ শহরের বুকচিরে বয়ে যাওয়া নবগঙ্গা নদী। বিভিন্ন স্থানে নদীর জায়গা দখল করে নির্মাণ করা হচ্ছে ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ড্রেনের ময়লা আবর্জনা গিয়ে পড়ছে নদীতে।

এসব কারণে একদিকে যেমন কমছে নদীর প্রশস্ততা, সেই সঙ্গে মাছসহ জলজ প্রাণী ও পরিবেশ হুমকির মুখে পড়ছে। তাই দ্রুত সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহন করার দাবি স্থানীয়দের।

ঝিনাইদহ শহরের কাঞ্চন নগর এলাকার ষাটোর্ধ রাশেদ মালিতা বলেন, ছোটকালে দেখেছি নবগঙ্গা নদীতে বড় বড় নৌকা আসত। ধোপাঘাটা ব্রীজ এলাকায় নৌকা নোঙর করে ব্যবসায়ীরা ঝিনাইদহ শহরে আসতো।

কিন্ত সেই নদীতে এখন ডিঙ্গি নৌকাও চলে না। বর্ষা মৌসুমে একটু পানি থাকলেও শীত মৌসুমে পানি থাকে না। হেটেই নদী পার হওয়া যায়।

একই এলাকার পার্থ মল্লিক নামের আরেক বাসিন্দা বলেন, দখল হওয়া জায়গা দখলমুক্ত করে নদী খনন করা হলে নদীগুলো তার নাব্যতা ফিরে পেত। এ জন্য জেলা প্রশাসনসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের

হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।

ঝিনাইদহ পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও নদী রক্ষা কমিটির নেতা মিজানুর রহমান বলেন, জেলার সবগুলো নদীই এখন দখলদারদের দখলে।

এ দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য আমরা প্রশাসনকে বার বার তাগাদা দিচ্ছি। তাদের সাথে মিটিং করছি, স্মারকলিপি দিচ্ছি। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে আজ পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসন দখলদারদের উচ্ছেদের ব্যাপারে কোন প্রদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। সারাদেশের ন্যায় ঝিনাইদহে নদীগুলো দখলমুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ বলেন, নবগঙ্গা নদীর উৎসমুখ চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদী থেকে আসা এ নদীটির মুখ বন্ধ হয়ে আছে বহুবছর ধরে।

এবার চুয়াডাঙ্গা জেলাকে অনুরোধ করা হয়েছে উৎস্যমুখ খনন করার জন্য। সেখানকার জেলা প্রশাসন জানিয়েছেন উৎসমুখ খনন করার জন্য মন্ত্রনালয়ে প্রস্তবনা পাঠিয়েছেন।

সেখানে খনন করা হলে চিত্রা, বেগবতি আর নবগঙ্গা কিছুটা হলেও পানি পাবে। এছাড়াও যেসব স্থানে অবৈধ দখলদার রয়েছে সেখানে দ্রুতই অভিযান চালিয়ে দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে।